০৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

আবারও পরিবর্তন করা হয়েছে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির নিয়ম। এবার নিয়ে গত ১১ বছরে ভর্তির নিয়ম পাল্টানো হল মোট সাতবার।

যেসব নিয়মিত ছাত্র এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১২০০ নম্বর পেয়েছিল গত বছরের ভর্তি পরীক্ষায় তাদের অংশ নিতে দেয়া হয়েছে। তার আগের বছর ঐ দুটো পরীক্ষায় যারা প্রথম বিভাগ পেয়েছে তাদের ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবার যারা ভর্তি পরীক্ষা দেবে তাদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ১২০০ নম্বর তো থাকতেই হবে কিন্তু তাদের পরীক্ষার প্রশ্ন করা 'মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন' আকারে। এই পদ্ধতি এবারই প্রথম চালু করা হল।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পদ্ধতির এই পৌনঃপুনিক পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত করেছে এবং আমাদের অনুমান এই যে ভর্তি পরীক্ষায় যারা অংশ নেবে তা তাদের অসুবিধায় ফেলবে। কারণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা পূর্ববর্তী বছরের নিয়মকানুনের ভিত্তিতেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ফলে এসব পরিবর্তন তাদের স্বভাবতই বেকায়দায় ফেলে দেয়।

অন্যদিকে ১১ বছরে সাতবার পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে দেখে আমাদের ধারণা জন্মেছে যে পরীক্ষাগ্রহীতারা কোন পদ্ধতিতেই সন্তুষ্ট নন। তাই তারা একটি সন্তোষজনক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য একের পর এক পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানো যাবে না—একথা আমরা বলি না। প্রয়োজনে বদলাতে হবেই। তবে এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে কতটা লাভ হবে, সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। কেননা, পুরোপুরি সন্তোষজনক ও নির্ভুল পদ্ধতি বলে কিছু নেই, প্রতিটি পদ্ধতিতেই কম-বেশি ত্রুটি থাকবে। সুতরাং বারবার তা বদলানোর প্রবণতা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত একথাও বলা দরকার যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষার নানা প্রকার ঝুটঝামেলা সয়ে যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও প্রতিবছরই কিছু কিছু আসন শূন্য থাকে। এটা খুবই দুঃখজনক। আশা করি এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।